

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

সূচনা

অনেক বছর আগে রেল-গাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে; তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল-লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে, যে, আর কিছুকাল পরেই বৌদ্ধ হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে; তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ডুলিয়েছে, তা হলে সে তার সুরুপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়; এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ -ইচ্ছা তখনই মনে এল; সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাওয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বৈশাখ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনঙ্গ-আশ্রম
চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা

তুমি পঞ্চশর?

মদন

আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারীহিয়া
বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা

কী বেদনা, কী বন্ধন,
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব?

বসন্ত

আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা

প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ
দাসী দেবদরশনে।

মদন

কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন থিন্ন যৌবনকুসুম;
অনঙ্গপূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে?

চিত্রাঙ্গদা

দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন

শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কড়ু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন

শুনিয়াছি

বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা,
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা

তাই পুরুষের বেশে

নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে;
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা, ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত

সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা

একদিন

গিয়েছি নু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমদ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে-গহন-গম্ভীর মহারণ্যে

কিছুদূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা,
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তাকে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে—নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর বোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না; সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়িয়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘতাহতি পেয়ে শিখারূপে উঠে উর্ধ্ব
চক্ষুর নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে—রোষদৃষ্টি
মিলালো পলকে, নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যবেথা
বুঝি সে বালকমূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি,
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন

সে শিক্ষা অামারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন ক'রে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীকে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা

সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, 'কে তুমি?' শুনিবু উত্তর, 'আমি

পার্থ, কুরুবংশধর।’

রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? অঃাজন্মের বিস্ময় আমার?
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে,
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর।
বাল্যদুরাশায় কতদিন করিয়াছি

মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুখে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌযবীর্য যাহাকিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ সেই তাঁর
চরণের তলে।

কী ভাবিতেছিনু মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা; বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে, হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে, দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাস্বর,
কঙ্কণ কিস্কিনী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে;
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।

ব'লে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা

মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল,
'ব্রহ্মচারীরতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে?
তুমি জান, মীনকেতু কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহাকিছু ছিল; কিণাক্ষিত
এ কঠিন বাহু, ছিল যা গর্বের ধন
এতকাল মোর, লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমল মৃণালবাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার

তেজ।

হে অনঙ্গদেব, সব দস্ত মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিদ্যা,
সব বল করেছ তোমার পদানত।

এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়;
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন

আমি হব সহায় তোমার
অগ্নি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার?
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা। বিদ্রোহীকে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা

সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার; নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্তপরিত্রাণে
সখ্যারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি;
ভাবিতেন মনে মনে, ‘এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো!’
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি,
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;